



সুখপুর গ্রামে একটি পরিবার বাস করত। পরিবারটিতে দুটি সন্তানসহ বাবা-মা মিলে থাকতো।



মা বেশ কয়দিন হল অসুস্থ।

বাবা তো ঢাকায় গিয়েছে। মাকে ডাক্তার দেখানো দরকার।

মা তো খুব অসুস্থ।

টিনু... মিনু... এদিকে আস।

টিনু-মিনু ও সুপার বাগ

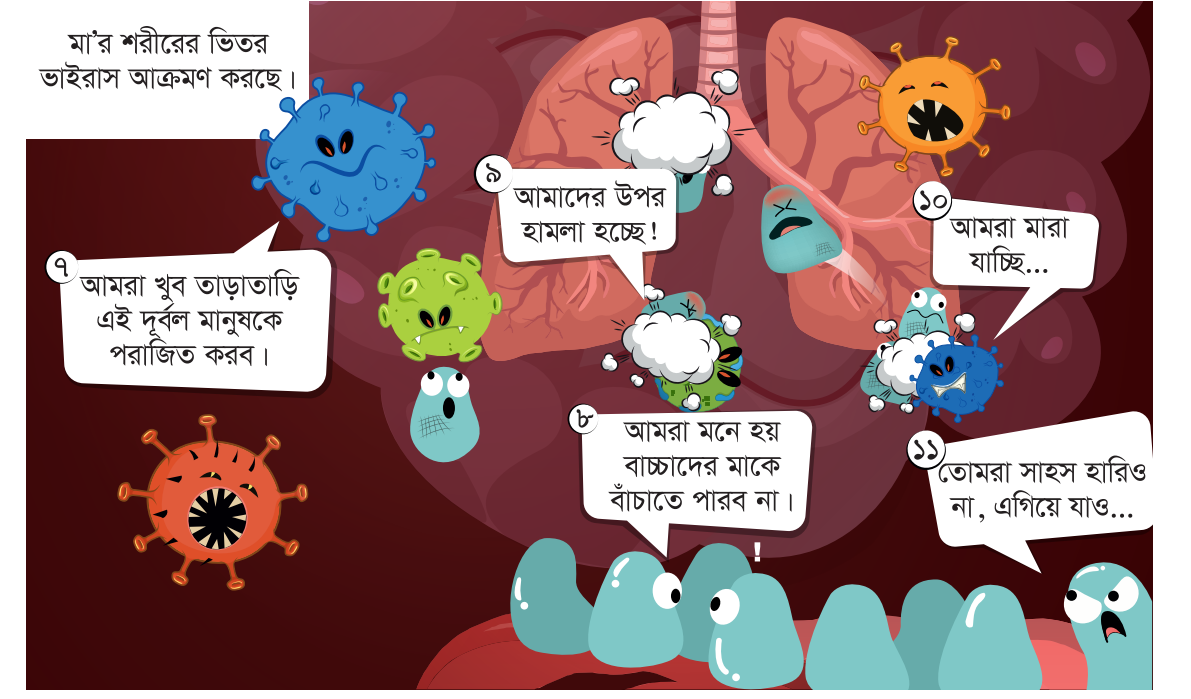
একটি সচেতনতার গল্প



এটা আমার।

না, এটা আমার।

মিউ...মিউ...



মার শরীরের ভিতর ভাইরাস আক্রমণ করছে।

আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই দুর্বল মানুষকে পরাজিত করব।

আমাদের উপর হামলা হচ্ছে!

আমরা মারা যাচ্ছি...

আমরা মনে হয় বাচ্চাদের মাকে বাচাতে পারব না।

তোমরা সাহস হারিও না, এগিয়ে যাও...



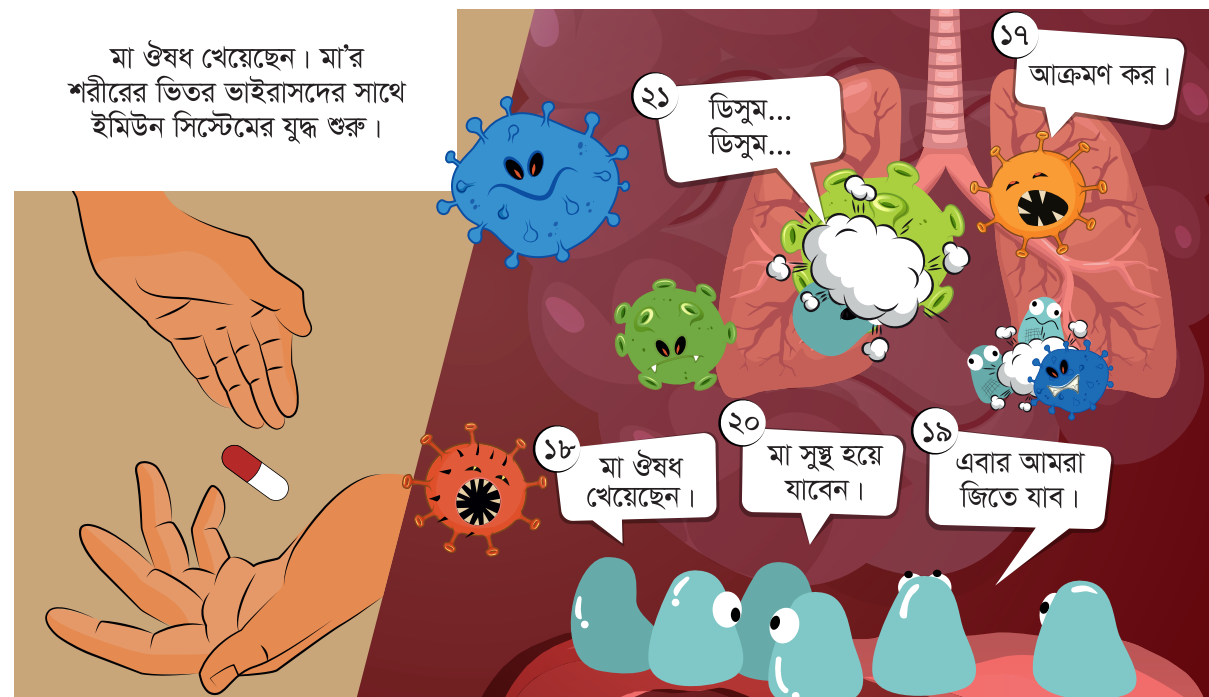
বাবারতো শুধু জ্বর ছিল কিন্তু তুমিতো বেশি অসুস্থ। তোমারতো জ্বর, সর্দি, শ্বাসকষ্টও হচ্ছে।

কোনটা মা?

টিনু ঔষধের বক্স থেকে একটা এন্টিবায়োটিক দাও।

তোমার বাবার জ্বরের সময় যে এন্টিবায়োটিকটা খেয়েছিল।

এত কথা বলেনাতো, এন্টিবায়োটিকটা নিয়ে আস।



মা ঔষধ খেয়েছেন। মার শরীরের ভিতর ভাইরাসদের সাথে ইমিউন সিস্টেমের যুদ্ধ শুরু।

ডিসুম... ডিসুম...

আক্রমণ কর।

মা ঔষধ খেয়েছেন।

মা সুস্থ হয়ে যাবেন।

এবার আমরা জিতে যাব।

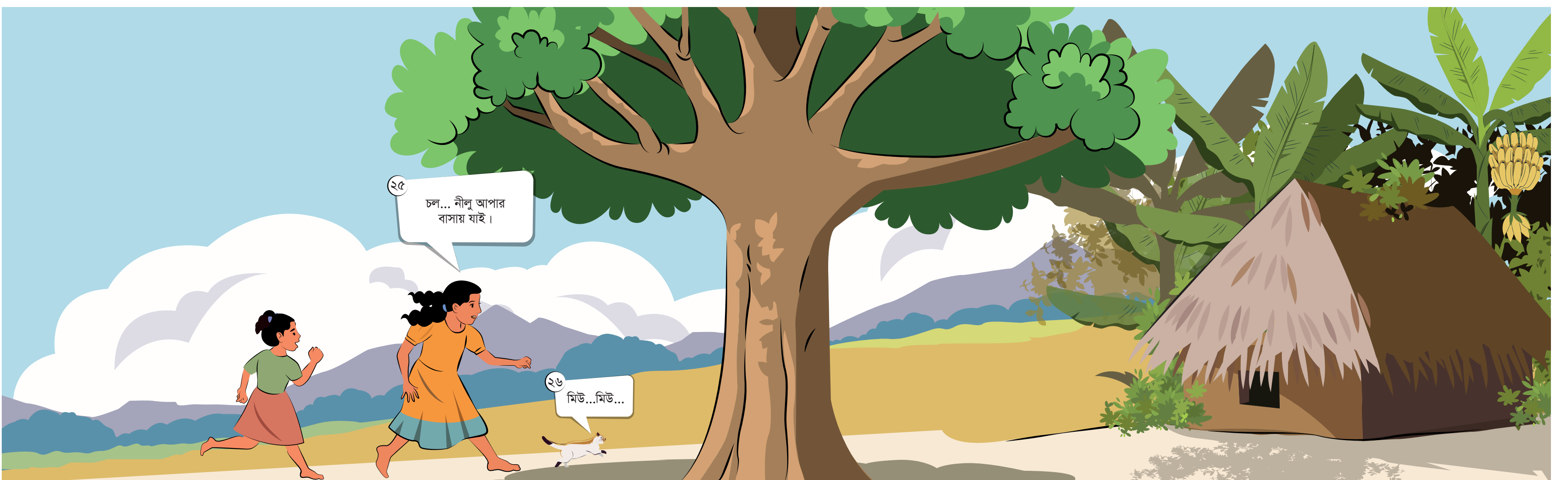


তিন দিন পর... মা আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

মা জ্বল এন্টিবায়োটিক খাননি তো?

মা তো এন্টিবায়োটিক খেয়েছেন তবুও সুস্থ হচ্ছেন না কেন?

নীলু আপাতো ডাক্তারি পড়েন। চল তাকে জিজ্ঞেস করি।



চল... নীলু আপনার বাসায় যাই।

মিউ...মিউ...



মার জ্বর, সর্দি, শ্বাসকষ্ট। এন্টিবায়োটিক খাচ্ছেন কিন্তু সুস্থ হচ্ছেন না।

এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স!

তোমাদের মাকে একুশি ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনই এন্টিবায়োটিক খাওয়া উচিত না।

মা খুব অসুস্থ।

সেটা কি?

অথরোজনে নিজের ইচ্ছামত বা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এন্টিবায়োটিক খেলে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স হতে পারে।



নীলু, টিনু-মিনুর মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।

আমিতো এন্টিবায়োটিক খেয়েছি।

আপনারতো ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছে। আপনি এতোদিন ডাক্তার দেখাননি কেন?

আপনারতো এন্টিবায়োটিক কাজ করবে না। আপনাকে এন্টিভাইরাল ঔষধ দিতে হবে।



মার অবস্থা কি খুব খারাপ?

হাসপাতাল!!!

আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।



ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে এন্টিবায়োটিক খাওয়াতে মার শরীরের অবস্থা বেশী খারাপ হয়েছে। যে কারণে হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো।

অবশ্যই!

ভ্যাকসিন নেই, তোমাদের মা সুস্থ হয়ে যাবেন।

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনই এন্টিবায়োটিক খেতে দেবে না।

চল বাবাকে জানাই।



মা হাসপাতালে। সুস্থ হয়ে উঠছেন। মার শরীরের ভাইরাসগুলো মারা যাচ্ছে। ইমিউন সিস্টেম জিতে যাচ্ছে।

ঔষধ কাজ করছে ছুরে... হুরে... হুরে... আমরা জিতে যাচ্ছি।

আ...আ... মরে যাচ্ছি।

হুরে... আমরা জিতে যাচ্ছি।

এগুলো সঠিক ঔষধ।



মা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। বাবাও ঢাকা থেকে ফিরে এসেছেন।

হ্যাঁ মা, আমরা আমাদের ফুল বুঝতে পেরেছি।

বুঝলে মা, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনই এন্টিবায়োটিক খাবে না।